নারী অধিকার প্রসঙ্গে
শরীয়াহর নির্দেশ ও নির্দেশনা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
mozammelhoque.com

নির্দেশ ও নির্দেশনা

১. সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াত: (১) মুহকাম আয়াত এবং (২) মুতাশাবিহ আয়াত।

২. কুরআনের সূরা বাকারার ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, *'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর'*। এটি নিঃসন্দেহে একটি মুহকাম আয়াত।

৩. সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে নারীদের লক্ষ করে বলা হয়েছে, *'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো'*।

৪. সাহল ইবন সাদ (রা) জনৈক নারীর বিষয়ে উল্লেখ করেন, যিনি নিজের কৃষি জমিতে গাজরের চাষ করতেন এবং এক প্রকারের খাবার তৈরি করতেন। জুমার নামাজ শেষে তিনি মসজিদে নববীর সামনে সাহাবীদেরকে তা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন (সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড)।

৫. এ ধরনের অন্য একটি ঘটনা সহীহ মুসলিমের প্রথম খণ্ডে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যাতে দেখা যায়, রাসূল (সা) একজন ইদ্দত পালনরত নারীকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্যে কৃষি কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিয়েছেন।

৬. কুরআনের *নামাজ কায়েম করো*, *যাকাত আদায় করো* ইত্যাদি ধরনের নির্দেশসমূহ প্রত্যক্ষভাবে ও পূর্ণ আঙ্গিকে পালনীয়।

৭. অপরদিকে *'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো'* এবং এ ধরনের বাহ্যত নির্দেশমূলক কিছু কিছু আয়াত মূলত নির্দেশনামূলক (directive)।

৮. কুরআনের কোন্ আয়াত প্রত্যক্ষ নির্দেশমূলক ও কোন্ আয়াত নির্দেশনামূলক তা নির্ণয় করার জন্য সুন্নাতে রাসূলুল্লাহকে (সা) বিবেচনা করতে হবে।

মূলনীতি ও মডেল

১. কোরআনে বলা হয়েছে যে, *'আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদত ভিন্ন অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করি নাই'*।

২. 'হক্কুল্লাহ' বা আল্লাহর হক্ব ও'হক্কুল ইবাদ' বা 'মুয়ামালাত'।

৩. ইবাদতের বিষয়গুলোতে মূলনীতি বা তত্ত্ব ও কাঠামো বা মডেল– এতদুভয়ই হুবহু পালনীয়।

৪. কিন্তু মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে মূলনীতিই মুখ্য

৫. মডেল বলতে আমরা যা বুঝি তা যুগোপযোগিতা সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য।

পূর্ব-নির্ধারণ বনাম বিচার বিবেচনার স্বাধীনতা

১. স্বাধীনতার যে কোনো ধারণাই কোনো না কোনোভাবে 'নিয়ন্ত্রিত' কিম্বা 'সীমায়িত'।

২. কেউ 'প্রকৃতি'কে মানুক বা ঈশ্বরকে মানুক, তাতে মূল বিষয়ের কোনো হেরফের হয় না।

৩. প্রকৃতির বিষয়গুলোকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

৪. আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত বিষয়গুলোর মধ্যকার সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপযোগিতাও পর্যবেক্ষণ এবং যৌক্তিকতা দিয়ে প্রতিপাদন করা সম্ভব।

৫. মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে দুর্বলতা মনে করা ভুল।

৬. বনু কুরায়যার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মুসলিম নারীদের পোশাক

১. সাম্প্রদায়িকতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে

২. অন্য দ্বীনের অনুসারীদের পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ।

৩. ভাষা ও বর্ণ পরিচয় (সূরা রূম ২২) এবং জাতি ও গোত্রকে পরিচয় (সূরা হুজরাত ১৩) অনুমোদন করা হয়েছে।

৪. পুরুষের বিশেষ পোশাক পরা নারীদের জন্য যেমন নিষিদ্ধ তেমনি নারীদের এক্সক্লুসিভ পোশাক পরা পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ।

৫. কমন প্যাটার্নের পোশাক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরতে পারবে।

৬. বাঙালি সমাজে মেয়েদের জিন্সের প্যান্ট পরা যতটা বেমানান, লুংগি পরা তারচেয়ে কম বেমানান নয়। অথচ লুংগি, তাও সেলাইবিহীন, ছিল রাসূল (সা) ও তাঁর সহধর্মিণীসহ তদানীন্তন আরবদের অন্যতম কমন পোশাক।

৭. পাতলা কাপড়ের সালোয়ার পরার চেয়ে আটোসাটো নয় এমন জিন্সের প্যান্ট নারীর ইসলামসম্মত পোশাক হিসাবে ভালো (better)।

শাসকার্যে নারীদের অংশগ্রহণ

রাষ্ট্রপ্রধান ও নামাজে ইমামতি

১. সাধারণভাবে ধারণা করা হয় 'ইসলামী রাষ্ট্রে' নারীরা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না।

২. আজকের আলোচনা হতে বুঝা যাবে, এই প্রচলিত ধারণাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও এক অর্থে ভুল।

৩. বৈশিষ্ট্যগতভাবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' নানা ধাপের হতে পারে।

৪. উল্লেখ্য, কোনো রাষ্ট্রকে ইসলাম মোতাবেক হতে হলে নামে বা সাংবিধানিক ঘোষণায় 'ইসলামী রাষ্ট্র' ঘোষণা থাকাটা আদৌ কোনো জরুরি শর্ত নয়।

৫. ধর্ম ও রাজনীতি ইসলামে অভিন্ন নয়, বিপরীতও নয়; বরং এক সমন্বিত ব্যবস্থার মধ্যে এ দু'টি বিষয় স্ব স্ব অবস্থানে অন্তর্ভুক্ত।

৬. আমরা জানি, নারীদেরকে গঠনগত কারণে নামাজের জামায়াতে পেছনে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

৭. সে হিসেবে নারী-পুরুষের মিশ্র জামায়াতে ইমামতির দায়িত্ব পালনের বিষয়টি ধর্মীয় দিক থেকে কেবলমাত্র পুরুষের ওপর অর্পিত।

৮. তাই, ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক কোনো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের বিষয়ে নারীর সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৯. কিন্তু কোনো রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান কোনো বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য অন্য কাউকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন।

১০. প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের বিপক্ষে উপস্থাপিত কোরআনের আয়াত ও হাদীসগুলোকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণযোগ্য নির্দেশ হিসেবে দাবি করাটা গ্রহণযোগ্য নয়। সেগুলো মূলত নির্দেশনামূলক (guidance)।

রাজতন্ত্রের অবৈধতা বনাম রাজা বা রানীর শাসনতান্ত্রিক উপযুক্ততা

১. কোরআন শরীফে ইয়েমানের দ্বীপ রাষ্ট্র সাবা'র রাণী বিলকিসের প্রসংগটি ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, "*বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমারা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। ...*' পাঠক, লক্ষ করুন, সূরা নামল, সূরা সাবা ও সূরা হুদের একাধিক বর্ণনায় রাণী বিলকিসের শাসনযোগ্যতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন!

২. অপরদিকে তৎকালীন পারস্যবাসী বাদশাহ কিসরার মৃত্যুর পর তার কন্যাকে সিংহাসনে বসানোর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলছেন "*যে জাতি তাদের শাসনকার্যে কোনো নারীকে নিযুক্ত করে, সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।*' বুখারী শরীফ।

৩. এ বিষয়ে উক্ত নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসের সাথে কোরআনের অনুমোদনমূলক বর্ণনাকে সমন্বয় করতে হবে।

৪. রাজার পুত্রসন্তান না থাকায় রাজার সন্তান হিসেবে কন্যাকে সিংহাসনে বসানোর ঘটনাটি রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমাণ। ইসলামে রাজা বা শাসকের পুত্র হওয়াকে শাসনতান্ত্রিক বৈধতার কোনো প্রকারের শর্ত বা গুণ হিসেবে স্বীকার করা হয় নাই।

৫. এমন নয় যে, পারস্যবাসী একজন পুরুষকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করলে তাদের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা রাজতন্ত্র আংশিক বা সম্পূর্ণ বা অধিকতর বৈধতা লাভ করতো।

৬. এরপরও কেউ যদি বাহ্যত নারীর শাসন-ক্ষমতার বৈধতার বিরোধী এই হাদীসের উপর নিঃশর্ত আমল করতে চান, তাঁকে রাণী বিলকিসের ঘটনাকে কেনো আল্লাহ তায়ালা ইতিবাচকভাবে বর্ণনা করলেন, তারও একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে।

৭. ইরানী সম্রাজ্ঞীর ঘটনাকে দেখা হয়েছে শাসনতান্ত্রিক বৈধতার (legitimacy) দৃষ্টিকোণ হতে। আর সাবার রাণীর ঘটনাকে দেখা হয়েছে শাসনতান্ত্রিক উপযুক্ততার (competency) দৃষ্টিকোণ হতে।

ইমাম হোসাইনের (রা) উদাহরণ

১. ক্ষমতা গ্রহণের পদ্ধতিগত অবৈধতা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট 'অবৈধ' শাসক বা রাজার অপরাপর আইনসংগত কার্যাবলি বৈধ হিসাবে গণ্য হবে।

২. কারবালাতে অবরুদ্ধ হওয়ার পরে হযরত হুসাইন (রা) যে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার একটি ছিল, তাঁকে সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে জিহাদে রত হওয়ার সুযোগ দেয়া।

৩. ইমাম হুসাইন (রা) শাসনতান্ত্রিক বৈধতার দিক থেকে ইয়াযিদকে চ্যালেঞ্জ করলেও তার অধীনে পরিচালিত জিহাদে অংশগ্রহণকে জায়েয মনে করেছেন।

৪. রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য শারীরিক যোগ্যতাকে এখানে শর্ত করা হয়নি।

হযরত আয়িশার (রা) নেতৃত্বে সংঘটিত উষ্ট্রের যুদ্ধ

১. উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) সারাজীবন অনুশোচনা করেছেন, এটি সত্য।

২. কিন্তু এ সম্পর্কে যা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে তা হলো, ঘরের বাহির হওয়ার জন্য, সোজা কথায় পর্দা লংঘনের মতো পরিস্থিতিতে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য ও নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ জেনেও যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তিনি অনুশোচনা করেছেন!

৩. বরং যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ও তাতে যথেষ্ট প্রাণহানি ঘটার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ মর্মাহত ছিলেন।

৪. হযরত আয়িশার (রা) পক্ষে 'জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন' (আশারায়ে মুবাশশিরা) পর্যায়ের তিনজন সাহাবীসহ হজ্বফেরত বিপুল সংখ্যক সাহাবী ছিলেন।

৫. অপরদিকে, হযরত আলীর (রা) পক্ষ হতেও নারী হিসেবে তাঁর ঘরের বাহির হওয়া ও যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়াকে অবৈধ বিবেচনা করে কোনো বক্তব্য (ফতোয়া) প্রদান করা হয়নি।

ইসলামে সামাজিক কর্মবিভাজন নীতি

১. পুরুষ ও নারী– উভয়ের মানবিক ও আইনগত মর্যাদা সমান।

২. ইসলাম চেয়েছে নারীরা সামগ্রিকভাবে (overall) অন্তর্মুখী হোক।

৩. সামাজিক কর্মবিভাজন তত্ত্বের এই প্রস্তাবনার ধরন প্রাকৃতিক জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (consistent with natural world)।

৪. বহির্মুখী ও মোকাবিলাধর্মী কাজে তাদেরকে সামগ্রিকভাবে নিরুৎসাহিত করা হলেও নিষিদ্ধ করা হয়নি।

৫. গৃহাভ্যন্তরে নামাজ আদায়কে অধিকতর সওয়াবের কাজ বলা সত্ত্বেও নারী সাহাবীরা ব্যাপকহারে মসজিদে গমন করতেন।

৬. রাসূলও (সা) তাদের মসজিদে যাওয়ার অধিকারে কোনো প্রকারের বাধা সৃষ্টি না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

৭. তাহলে, নাউযুবিল্লাহ, রাসূল (সা) কি পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন?

৮. কিম্বা, ব্যাপক সংখ্যক মহিলা সাহাবী কি, আল্লাহ মাফ করুক, নামাজের নামে বাইরে ঘুরাফিরা করার জন্য বেপরোয়া ছিলেন?

৯. অথচ রাসূলের (সা) অনুসরণের ব্যাপারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর সাহাবীরাই হচ্ছেন সর্বোত্তম আদর্শ।

পারিবারিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও ফৌজদারী মোকাদ্দমায় সাক্ষ্য আইন

১. সূরা নিসার ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, *"পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে"*। স্পষ্টত এখানে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে।

২. সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, *"দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর– যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়"*।

৩. মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিযোগ্য ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে একাধিক নারী সাক্ষী থাকা যেখানে সম্ভব সেখানকার জন্য এটি প্রযোজ্য।

৪. এখানে দু'জন নারী সাক্ষীকে একজন পুরুষ সাক্ষীর সমতুল্য বিবেচনার কারণ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে আয়াতটি স্ব-ব্যাখ্যাত (self-explanatory)।

নারী বিচারক হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মতবিরোধ

১. বিচারক নিয়োগের জন্য ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ পুরুষ হওয়াকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত সব ধরনের বিচারকার্যে নারীদের দায়িত্ব প্রদান বৈধ বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সাবার রাণী বিলকিসের ঘটনাকে দলিল হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

৩. ইমাম ইবনু হাযম আয-যাহিরীর মতে, হুদুদ ও কিসাসসহ সাধারণভাবে সকল বিষয়ে মহিলাদেরকে বিচারক নিযুক্ত করা বৈধ।

মাযহাব বনাম সহজতর বিকল্প অনুসরণ

১. কোনো বিষয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের জন্য সহজতর ফতোয়াকে অনুসরণ করার সুযোগ থাকা উচিত।

২. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, *"আল্লাহ চান তোমাদের জন্য সহজ করতে, আল্লাহ চান না তোমাদের জন্য কঠিন করতে"*। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, *'সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না'*।

৩. হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, *রাসূলুল্লাহ (সা) সব সময়ে সহজতর বিকল্পকেই (option) গ্রহণ করতেন*।

৪. হযরত উমর (রা) কর্তৃক আশ-শিফা নামক এক মহিলাকে বাজার তদারকির (market supervisor) দায়িত্ব প্রদানের ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা

১. সব 'নিয়ন্ত্রণমূলক' ব্যবস্থাকে নির্দেশ হিসেবে নয়, বরং নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২. এই দৃষ্টিতে, একজন নারী উত্তরাধিকার বন্টনের যে সব ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক পাবেন, তা শুধুমাত্র প্রাপ্যতা দাবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৩. ভাই চাইলেও বোনকে সমান বা বেশি বা পুরোটা দিতে পারবে না, এমনটা নয়। বেশি দেওয়াটা বরং 'মারুফ' (better) হিসাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

দাস ও কুরাইশ নেতৃত্ব প্রসংগ

১. সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাক কাটা হাবশী দাসকেও যদি তোমাদের আমীর করা হয়, তাঁকেও পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে।

২. আযাদকৃত বা পূর্বতন দাসদের নানাবিধ নেতৃত্বের উদাহরণ আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেখলেও কোনো দাসের পক্ষে আমীর হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, সে মালিকের হুকুমের অধীন।

৩. আনুগত্যের ওপর গুরুত্বারোপের দৃষ্টিতে না দেখলে এই হাদীসকে সমন্বয় করা সম্ভব নয়।

৪. অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা কুরাইশদের মধ্য থেকে নেতৃত্বকে গ্রহণ করো। এর মাধ্যমে নেতৃত্বের তৎকালীন সর্বজন স্বীকৃত মানকে (standard) বুঝানো (mean) হয়েছে।

৫. এই হাদীসকেও আক্ষরিক নির্দেশ অর্থে বুঝার সুযোগ নাই।

৬. কেননা, আমরা জানি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকৃত যোগ্যতার অতিরিক্ত কোনো প্রকারের বংশগত, গোত্রীয় বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে ইসলাম আদৌ কোনো 'যোগ্যতা' হিসাবে গণ্য করে না।

৭. যে কোনো ধরনের কৌলিন্য বিবেচনাকে ইসলাম জাহেলিয়াত (অজ্ঞতা) মনে করে।

বাহ্যিক অর্থ বনাম নির্দেশিত অর্থ

১. আমরা বলি, 'এ কথা পাগলেও বুঝে' বা 'বিষয়টা এতো সহজ যে, একটা শিশুও বুঝে'। যদিও আমরা জানি, যে আদৌ বুঝে না তাকে পাগল বলে। কিম্বা একটা শিশু কখনোই বুঝবে না।

২. এ ধরনের বাগধারাগুলোকে বাহ্যিক গঠনে (syntax) প্রকাশিত অর্থের পরিবর্তে নির্দেশিত গুঢ়ার্থে (semantic) বুঝতে হবে।

৩. নির্দেশ ও নির্দেশনার এই পার্থক্যকে খেয়াল রাখলে 'আপাত সাংঘর্ষিক' অনেক বিষয় ইসলামের দিক থেকে বুঝতে পারা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

উপসংহার

১. জিহাদের দায়িত্বপালনের অপরিহার্যতা থেকে গঠনগত কারণে নারীদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

২. কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের যে ফরজিয়াত (অপরিহার্যতা) তা কি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য নয়?

৩. 'ইসলামের দৃষ্টিতে নারী' – এ ধরনের শিরোনামের আলাপ-আলোচনা এক ধরনের লৈঙ্গিক সংবেদনশীলতার (gender sensitivity) উদ্ভব ঘটায়।

৪. 'ইসলামে নারী অধিকার' জাতীয় শিরোনামের আলোচনাগুলোকে 'পুরুষদের ইসলামে' নারীদের জন্য অনুমোদনযোগ্য space-এর 'পর্যাপ্ততা' নিয়ে সান্তনামূলক কথাবার্তা হিসেবে মনে করার সুযোগ রয়েছে।

৫. নারী-বিরূপ সামাজিক অসঙ্গতিসমূহকে তুলে ধরতে গিয়ে 'ইসলামে নারীর অধিকার' ধরনের আলোচনাগুলো গ্রহণযোগ্য বা প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

'হে মানব জাতি, তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এ দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ওই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপর থেকে নিজেদের অধিকার দাবি করে থাক।

নিশ্চিত জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখেন'।

সূরা নিসার প্রথম এই আয়াতটি স্মরণে রাখলে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সহজতর অনুধাবন ও সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর হতে পারে।

প্রথম প্রকাশিত: *cscsbd.com/511 # ২ মার্চ, ২০১৪*